সংবাদ

তারিখ 24 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

ভোলায় বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সম্মেলন

জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কমিটি প্রত্যাখ্যান

শিক্ষকদের সঙ্গে ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর একাত্মতা

ভোলা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার ভোলা টাউন হলে বাংলাদেশ বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি (বাকশিস) জেলা শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। সম্মেলনে বাকশিস নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষকদের অহেতুক হয়রানি করা এবং শিক্ষকদের সরকারিদলের লেজুড়বৃত্তি করার জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নতুন করে 'শিক্ষা কমিটি' নামে উপদ্রপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন সাজাহান শিক্ষকদের সকল দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি বলেন, শিক্ষকদের চাকরিকে একটি মর্যাদাবান চাকরিতে রূপান্তর করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বঞ্চিত রেখে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করা যাবে না। তিনি বলেন, ভোলাসহ সারাদেশে চরম শিক্ষা বিপর্যয় ঘটেছে। তিনি বলেন, ব্যাঙের ছাতার মতো আজ ঘরে ঘরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এটা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, কলেজ প্রতিষ্ঠায় কোন নীতিমালা মানা হয় না। তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠায় একটি নতুন নীতিমালা তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাকশিসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যক্ষ সামসুল আলম। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ভোলা-৪ এর সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম, জেলা প্রশাসক কবির মো. আশরাফ আলম, বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আনোয়ারুল হক, বাকশিস, বরিশাল অঞ্চলের সা. সম্পাদক মহসিনুল ইসলাম হাবলু, অধ্যক্ষ শামসুল আলম সেলিম চৌধুরী, অধ্যক্ষ এন. এন তাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোফাজ্জল হোসেন শাহীন, অধ্যক্ষ গৌরাঙ্গ চন্দ্র অধ্যক্ষ এম. ফারুকুর রহমান, অধ্যক্ষ আফসার উদ্দিন বাবুল প্রমুখ।

সাংসদ নাজিম উদ্দিন আলম বলেন, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, স্বাধীনতার স্বল্প সময়ে অনেকদূর এগিয়েছে অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩০ বছরেও তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে সামরিক স্বৈরাচার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম

আবার সেই পুরনো অভিযোগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ-১৯৭৩ লঙ্ঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ' শি[ক্ষক] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, বেসরকারি কলেজ, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কো[চিং] সেন্টারসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সমান্তরালভাবে কাজ করছেন। এ ব্যাপ[ারে] কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন ক্লাসে কোনরকম বিঘ্ন না ঘটানো[র] শর্ত মানা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, বাইরে অর্জিত আয়ের শতকরা ১০ ভ[াগ] বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফ[লে] একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের ক্ষতি এবং কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর ল[ক্ষ] লাখ টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে এর আগেও অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু তাতে অবস্থার কো[ন] পরিবর্তন হয়নি; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ক্রমেই এ নেতিবাচক প্রবণ[তা] বাড়ছে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের নিয়ম লঙ্ঘনের প্রবণতা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিক্ষকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব এবং বিশ্ববিদ্যাল[য়] কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই এ অনিয়মটি বহাল আছে বলে অনেকেই মনে করছেন। এক সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি[র] পাশাপাশি বাইরে কাজ করার জন্য মাত্র ২০ জন শিক্ষক নিয়ম মেনে অনুমতি নিয়েছেন। অথচ পার্শ্ববর্তী বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের স্যাডেনিরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন শিক্ষকের কাজ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। একই সঙ্গে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ইউনিভার্সিটির (ইবাইস) তালিকায় ১৫ জন, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির তালিকায় ১০ জন, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির তালিকায় ১০ জন, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির তালিকায় ১৫ জন, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির তালিকায় ১৫ জনসহ সরকার অনুমোদিত ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন। অন্য এক তথ্যে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১ হাজার ২শ' শিক্ষকের মধ্যে অন্তত ৪শ' ২৫ জন শিক্ষক বিনা অনুমতিতে বাইরে কাজ করছেন এবং তারা প্রত্যেকেই অর্জিত আয়ের ১০ শতাংশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে বঞ্চিত করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনে একজন প্রভাষকের সপ্তাহে ১৬টি, সহকারী অধ্যাপকের ১৪টি, সহযোগী অধ্যাপকের ১২টি এবং অধ্যাপকের ৮ থেকে ১০টি ক্লাস নেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই এ নিয়ম মেনে ক্লাস নেন না। শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি সম্পর্কে হিসাব নেয়ার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। একটি মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ একাধিক বৈঠকে উত্থাপিত হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের নিয়ে বৈঠকে বসে কিছু সুপারিশ প্রণয়ণ করেন। প্রতিবারের বৈঠকেই শিক্ষকদের ক্লাস না নেয়ার অভিযোগ স্বীকার করা হয় এবং প্রতিটি সভায় শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বা অন্য কোথাও চাকরির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কখনওই কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। ফলে শিক্ষকদের বাইরে অনিয়ন্ত্রিত কাজ বন্ধের বা শর্তাধীনে তা কারার উদ্যোগ প্রতিবারই হিমঘরে পড়ে থাকে।

শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের বিঘ্ন না ঘটিয়ে, নিয়মনীতি মেনে যা খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু নিয়ম লঙ্ঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে বঞ্চিত করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের বাইরে বিভিন্ন 'বাণিজ্যিক' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন তা মোটেও কাম্য নয়। যেসব শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তাদের অর্জিত আয়ের শতকরা ১০ ভাগ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বা পূর্বানুমতি নেয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন ও নিয়মনীতি মেনে চলা। আর এ আইন বা নিয়ম মানানোর দায় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়াটাও যে অন্যায় একথা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বুঝিয়ে বলতে হবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও যদি নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দেন তাহলে তা গোটা জাতির জন্যই চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।